.

মুনিয়াকে সারারাত আদরে আদরে পাগল বানিয়ে দেয় বাবুয়া । ওর বদঅভ্যাস- সারারাত জেগে থাকবে আর বাবুয়ার সাথে খুনসুটি করে কাটিয়ে দিবে । কিন্তু সকালটা শুধু মুনিয়ার একার । সকালে মুনিয়াকে ঘুমাতেই হবে- এটাই তার অভ্যাস ।

বাবুয়া উঠে নিজেকে তৈরী করে নিচ্ছে অফিসে যাবার জন্য, মুনিয়া তখনও অঘোর ঘোরে ঘুমাচ্ছে । বুয়া চা নাস্তা রেডি করে দিচ্ছে- এমন সময় মুনিয়া ওঠে । কারণ মুনিয়ার নিজ হাতে নাস্তা সাজিয়ে না দিলে বাবুয়ার খাবার রুচি হয় না ! কখনো মুনিয়া ঘুমিয়ে থাকলে নাস্তা না খেয়েই বাবুয়া চলে যায় অফিসে । বাবুয়াটা একদম বাচ্চা ছেলের মত করে- মুনিয়া আর পারে না ! নিজে নিজে শার্ট পরবে না- শার্ট ,টাই হাতে নিয়ে দাড়িয়ে থাকবে- কখন মুনিয়া ওগুলো পরিয়ে দিবে ।

বাবুয়া অফিসে যাচ্ছে- এক পা-দু পা দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে- মুনিয়াকে একটু আদর দিতে । বাবুয়া বলে- জাষ্ট একটা "শর্টকিস্" । কিন্তু কিস আর শর্ট হয়না, হয়ে যায় "লং কিস" । মুনিয়ারও আদর পেতে কোন ক্লান্তি নেই- শুধু আদর চায়, যেন বাংলাদেশী টাকা-"চাহিবা মাত্র বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে" ।

আজ কি কি রান্না হবে সবকিছু বুয়াকে বুঝিয়ে দিয়ে মুনিয়া আবারো বিছানায় । হালকা ভলিউমে মিউজিক সেটে গান চালিয়ে শুনছে- সব বাবুয়ার পছন্দের গান, যেগুলো বাবুয়া মুনিয়ার জন্য নিয়ে আসে । গান শুনতে শুনতে মুনিয়ার দুচোখ ভিজে যায় স্বামীর ভালোবাসার কথা ভেবে ভেবে । মনে মনে বলে আমার এই সুখের স্বর্গ যেন কোনদিন ভেঙ্গে না যায় ।

দুপুর বারোটা বাজে, মুনিয়া বিছানা থেকে উঠল । ফ্রেস হল । সুন্দর একটা এক রং এর সুতির জরিওয়ালা পাড় শাড়ী বের করল- কতযে শাড়ী মুনিয়ার ! সব বাবুয়ার পছন্দের কেনা । মুনিয়া বড় প্রিন্টের শাড়ী পছন্দ করে না- তার শাড়ীগুলো হলো খুব eye soothing- very elegant.

বুয়াকে বললো- খাবারগুলো 'হট-পটে' ভরে দিতে এবং ড্রাইভারকে বললো গাড়ী বের করতে । মুনিয়া সোজা চলে গেল বাবুয়ার অফিসে । অফিসে ঢুকতেই মামুন এগিয়ে এল এবং বলল- 'ম্যাডাম আপনি ? স্যারতো ব্যাংকে গেছেন একটা মিটিংএ, ফিরতে অনেক দেরী হবে ।' মুনিয়া হেসে দিল- বলল "এই মামুন, তোমাকে না বলেছি- আমাকে আপা বা ভাবী বলবে- ম্যাডাম বলবে না । আর শোন- তোমাদের জন্য লাঞ্চ নিয়ে এসেছি- তোমরা সবাই খেয়ে নাও ।"

মুনিয়া এবার সরাসরি বাবুয়ার রুমে ঢুকে বাবুয়ার চেয়ারেই বসল-- আসলে মুনিয়া বাবুয়ার গন্ধ, স্পর্শ পাবার জন্যই বাবুয়ার চেয়ারে বসেছে ! টেবিলের উপর মুনিয়া-বাবুয়ার একটা ছবি, দুজনের মুখে অনাবিল হাসি-খুশি খুশি মুখ দেখে যে কেউ বুঝবে যে ওরা কত সুখি ।

বাবুয়া এলো ঠিক চারটার সময় । মুনিয়াকে দেখে ও একটু অবাক হয়নি । কারণ মুনিয়া-বাবুয়ার মধ্যে সবসময় এক ধরনের 'টেলিপ্যাথি' কাজ করে । বাবুয়া জানত আজ মুনিয়া আসবেই । বাবুয়ার ক্লান্ত ঘামে ভেজা মুখখানি দেখেই মুনিয়ার বুকের ভীতরটা মোচড় দিয়ে উঠল- বাবুয়া এত খাটুনি খাটে ! এত করে সবার জন্য ! নিজের সামর্থের মধ্যে যতটুকু পারে তা দিয়ে সমাজ সেবা কিন্তু নিজে কি পেল সারাজীবন ! তার খুব, খুব কান্না পেল বাবুয়ার মলিন ক্লান্ত চেহারাটা দেখে । বাবুয়া কষ্ট পাবে দেখে চোখের পানি লুকিয়ে ফেলল ।

অফিসের সবার লাঞ্চ করা শেষ অনেক আগেই । অফিসের সেকেন্ডইন মামুন এসে বলল- "স্যার আপনি বাসায় যান, বাকি কাজ আমি সামলিয়ে নেব" । মুনিয়া যেন এই কথাটাই মামুনের কাছ থেকে শুনতে চাইছিল । মুনিয়া বললো- "চলো আমাদের বাচ্চাদের দেখতে যাই ।" বাবুয়া অবাক হয়ে বললো- "আমাদের বাচ্চা ! আমাদের বাচ্চা কোথায় !" মুনিয়া হেসে বললো কেন এতিম খানায় আমাদের বাচ্চাদের দেখতে যাব, অনেকদিন ওদেরকে দেখতে যাইনা-- পথ থেকে কিছু ক্যান্ডি আর বিস্কুট কিনে নিও- ওরা খুব খুশি হবে" । এতিম খানা থেকে বের হতে হতে সন্ধা সাতটা বেজে গেল । বাবুয়া বললো- "চলো ডিনার করি বাইরে"- মুনিয়ার পছন্দ আইসক্রীম, যতবার দেবে আপত্তি নেই লাঞ্চ বা ডিনারের পরিবর্তে । এই জন্যই মুনিয়ার মা খুব রাগ করেন মুনিয়া ভাত এভোয়েড করে বলে ।

বাসায় ঢুকতেই বুয়া বললো- "আম্মা চিটাগাং থেকে ফোন করেছিলেন ।" মুনিয়া খুব মিস করে তার পাপা-মা, দুই বোনকে । প্রতি দুই মাস পরপর যায় বাবার বাড়ি, তখন বাবুয়া মন খারপ করে, মুনিয়াকে ছাড়া একা একা থাকবে ভেবে । কিন্তু মুনিয়ার সাথে শশুর বাড়ী যেতে বললে বাবুয়া খুব লজ্জা পায়- বৌ এর সাথে সাথে শশুর বাড়ী যেতে । সাবরিনা খুব ক্ষেপায় ওর দুলাভাইকে, তার বোনকে একা যেতে দেয়না বলে । মার সাথে কথা বলে শাড়ী চেঞ্জ করে নাইটি পরে নিল মুনিয়া- মুনিয়ার অনেক কালেকশন আছে Loungewear এর কি নেই ? স্যান্ডেল-সু পার্স আছে একশ এর বেশী । ড্রেসিং রুমের ওয়ালে ডিজাইনার দিয়ে বাবুয়া বানিয়ে দিয়েছে র‍্যাক- তাতে ওগুলো সুন্দর ভাবে সাজানো-- spoiled husband এর spoiled বউ- আল্লাহ্ মিলিয়েছেন ভালোই !

চুল ব্রাশ করতে করতে মুনিয়া বেডরুমে এসে দেখে বাবুয়া মন দিয়ে টিভি দেখছে, পাশে গিয়ে বসতেই সে মাথাটা তার কোলের উপর দিয়ে শুয়ে পড়ল । মুনিয়াতো অবাক- "তুমি না নিউজ দেখছিলে- কি হল আবার ?" বাবুয়া তখন আদুরে ছেলের মত বললো- 'একটা কিস্ দাওনা---কতক্ষন আদর করনা তুমি !' বাবুয়ার মুখখানা টেনে নিয়ে সে একটা ডিপ কিস্ করলো--- অন্তর থেকে বললো- "আল্লাহ্ আমার এই সুখটুকু কোনদিন কেড়ে নিও না, আমার বাবুয়ার কোলেই যেন আমি মাথা রেখে মরতে পারি---"

মিসিগান
ইউ এস এ